দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি : একটি অর্থহীন উদ্যোগ

তন্ময় কুমার হীরা

শিক্ষা মাত্রই সৃজনশীল। যা অসৃজনশীল তা শিক্ষা নয় বা অশিক্ষা বা কুশিক্ষা। আমাদের দেশে শিক্ষার যে পদ্ধতি চালু আছে তা খুবই নিম্নমানের। নম্বর ও সনদ অর্জন যেখানে মূল লক্ষ্য হয় শিক্ষা সেখানে কোনোভাবেই সুশিক্ষা হতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক উন্নতি সাধন। আর আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষাকাঠামোয় মানসিক উন্নতি খুব কমই হয় বা হয় না বললেই চলে। তাই শিক্ষাকাঠামোয় একটা পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে প্রশ্নপদ্ধতি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

একটি বৃক্ষকে বাঁচাতে হলে মূলত তার গোড়ায় জল ঢালতে হয়, আগায় নয়। আগায় জল ঢালা অর্থহীন ও নির্বুদ্ধিতা। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাকাঠামোয় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রয়োগও এইরূপ নির্বুদ্ধিতা ও অর্থহীন উদ্যোগ। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার গোড়া থেকে। পাল্টে দেওয়া দরকার শিক্ষার প্রচলিত দর্শনকে। পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা নয়, দরকার শিক্ষাভিত্তিক পরীক্ষাব্যবস্থা বা জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা।

জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন না করতে পারলে শিক্ষায় সৃজনশীলতা আনার কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। যদূর জানা যায়, ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে নন্দিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি। সেখানে ১৮ বছরের আগে কোনো শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় বসতে হয় না। অর্থাৎ পরীক্ষা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়, জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের এখানে ঐ ১৮ বছরের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে তিনটে পাবলিক পরীক্ষায় বসতে হয়। কী হাস্যকর! জ্ঞানার্জনের খবর নেই, পরীক্ষকরা পরীক্ষা নিতে ব্যস্ত। বছরের শুরুতেই যখন শিক্ষক-অভিভাবকরা শিক্ষার্থীটিকে জানিয়ে দেন যে তার সামনে একটি 'বড়' পরীক্ষা আছে তখন ঐ শিক্ষার্থীর মাথায় কেবল পরীক্ষাই ঘুরতে থাকে। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হয় ব্যাহত। তাই সৃজনশীল বা অসৃজনশীল যাই হোক পরীক্ষার জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্যবস্থাকে। আর সংস্কার করা দরকার প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির।

শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের একদম প্রথমেই আসে শিক্ষকদের কথা। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষক সুশিক্ষিত নয়। এদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করা দরকার আগে। শিক্ষাদান একটি ইন্টারেকটিভ বা পারস্পরিক আদানপ্রদানভিত্তিক পদ্ধতি। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা করেন না, বেশিরভাগ সময় তাঁরা শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করারও সুযোগ দেন না। শিক্ষকের কাজ জ্ঞান বিতরণ করা নয়, মূলত শিক্ষার্থীদের ভেতরে জ্ঞানের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। এখানকার সিংহভাগ শিক্ষক ক্লাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মুখস্থবিদ্যাকেই উৎসাহিত করেন— যেন উদ্দেশ্য একঝাঁক তোতাপাখি তৈরি করা যারা গরগর করে বলতে পারবে শিখিয়ে দেওয়া বুলি। ক্লাসে পাঠদান করার সময় মনে হয় যেন তারা বাস্তবজগতের বাইরের কোনো অবাস্তব বিষয় নিয়ে কথা বলছে। শিক্ষকরা সাধারণত পরীক্ষায় নম্বর অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেন এবং তাঁরা নিজেরাই যেন ভুলে যান শিক্ষা জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া, কোনো সনদ অর্জন প্রক্রিয়া নয়।

ছাত্রছাত্রীদের অনেক বই পড়তে হবে বা বেশি বই পড়তে হবে—এই ধারণাটি ভুল। তথ্য জানা নয়, চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। বেশি পড়ে কম চিন্তা করার চেয়ে কম পড়ে বেশি চিন্তা করা ভালো। তাই শিক্ষার্থীদের কাঁধে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে তাদেরকে কম বই পড়তে দিয়ে চিন্তায় উৎসাহিত করা দরকার। এতে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবেই ঘটবে; সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে নয়। সুতরাং প্রশ্নপদ্ধতি নয়, শিক্ষাপদ্ধতি সৃজনশীল করা দরকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়